CCPR/C/BGD/C_1

জাতিসংঘ

নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক সনদ

২৭ এপ্রিল, ২০১৭
মূল: ইংরেজি

মানবাধিকার কমিটি

বাংলাদেশের প্রাথমিক প্রতিবেদন সম্পর্কে সমাপনী পর্যবেক্ষণ

১. কমিটি ৬ ও ৭ মার্চ, ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত এর ৩৩৩৯ ও ৩৩৪০তম সভায় বাংলাদেশের প্রাথমিক প্রতিবেদন বিবেচনা করেছে। ২২ মার্চ, ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত কমিটির ৩৩৬৩তম সভায় কমিটি এ সমাপনী পর্যবেক্ষণ গ্রহণ করেছে।

ক. ভূমিকা

২. কমিটি বাংলাদেশের প্রাথমিক প্রতিবেদন দাখিল ও এতে উপস্থাপিত তথ্যকে স্বাগত জানাচ্ছে এবং সেই সাথে এজন্যও ক্ষোভ প্রকাশ করছে যে এটা ১৪ বছর বিলম্বিত ছিল। সনদের বিধানগুলো বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে সদস্য রাষ্ট্রের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদলের সাথে গঠনমূলক সংলাপের সুযোগ প্রশংসনীয় ছিল। তালিকাভুক্ত ইস্যুগুলো সম্পর্কে সদস্য রাষ্ট্রের লিখিত জবাব, এবং সেই সাথে এর পরিপূরক হিসেবে প্রতিনিধিদলের মৌখিক উত্তরের জন্য কমিটি সদস্য রাষ্ট্রের কাছে কৃতজ্ঞ।

খ. ইতিবাচক দিক

৩. আইন প্রণয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের ক্ষেত্রে সদস্য রাষ্ট্রের গৃহীত নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলোকে কমিটি স্বাগত জানায়:

(ক) ২০১০ সালে পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন প্রণয়ন;

(খ) ২০১১ সালে গৃহীত জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, বিশেষ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করার উদ্যোগের জন্য নীতিতে অন্তর্ভুক্ত অবকাঠামো;

(গ) ২০১২ সালে মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন প্রণয়ন;

(ঘ) ২০১৩ সালে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও সুরক্ষা আইন প্রণয়ন;

(ঙ) ২০১৩ সালে নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (প্রতিরোধ) আইন প্রণয়ন।

৪. নিম্নোক্ত আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলোতে সদস্য রাষ্ট্রের অনুস্বাক্ষর বা অন্তর্ভুক্তিকেও কমিটি স্বাগত জানায়:

(ক) ২০১১ সালে সকল অভিবাসী শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের অধিকার রক্ষার আন্তর্জাতিক সনদ;

(খ) ২০০৭ সালে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকারের সনদ;

গ. উদ্বেগের মূখ্য বিষয়গুলো এবং সুপারিশ

জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান

৫. কমিটি এ কারণে উদ্বিগ্ন যে রাষ্ট্রীয় সংস্থা যেমন পুলিশ, সেনাবাহিনী বা নিরাপত্তা বাহিনীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসহ মানবাধিকার লঙ্ঘনের সব ধরনের অভিযোগের তদন্ত করার মত যথেষ্ট ক্ষমতা জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের নেই। কমিটি এজন্যও উদ্বিগ্ন যে ন্যস্ত দায়িত্ব সুসম্পন্ন করার জন্য কমিশনের পর্যাপ্ত অর্থ ও লোকবলেরও অভাব রয়েছে।

৬. **সদস্য রাষ্ট্রের উচিত হবে কমিশনের ক্ষমতার পরিধি বাড়ানো এবং রাষ্ট্রের সেনাবাহিনী বা নিরাপত্তা বাহিনী কর্তৃক সংঘটিত মানবাধিকার লঙ্ঘনসহ, কমিশন যাতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের সব ধরনের অভিযোগের তদন্ত করতে পারে, সেজন্য কমিশনকে সক্ষম করে তোলা। মানবাধিকার উন্নয়ন ও রক্ষায় নিয়োজিত জাতীয়ভিত্তিক সংস্থাগুলোর অবস্থান সম্পর্কিত নীতিমালার (প্যারিস নীতিমালা) আলোকে কমিশন যাতে নিরপেক্ষ ও স্বাধীনভাবে এর দায়িত্ব পালন করতে পারে, সেজন্য সদস্য রাষ্ট্রকে কমিশনের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ ও জনবলের ব্যবস্থা করতে হবে।**

অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সনদের প্রয়োগ এবং কার্যকর প্রতিকার প্রাপ্তির অধিকার

৭. কমিটি এ বিষয়ে উদ্বিগ্ন যে সনদে সুরক্ষিত সব অধিকারকে অভ্যন্তরীণ আইনের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গরূপে কার্যকরী করা হয়নি এবং অভ্যন্তরীণ কিছু আইনে এমন কতগুলো বিধান রয়েছে যা সনদে স্বীকৃত অধিকারের পরিপন্থী। অভ্যন্তরীণ আদালতগুলো যে সনদের অধিকারগুলোকে স্বীকৃতি দিচ্ছে তা দৃশ্যমান হয়-এমন মামলা সম্পর্কে তথ্যের অভাবেও কমিটি উদ্বিগ্ন।

৮. **সনদের সবগুলো অধিকার বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে সদস্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ আইন প্রণয়ন করা উচিৎ এবং আইনের সাংঘর্ষিক বিধানগুলোকে সনদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে বিদ্যমান আইনগুলোকে সবিস্তারে পুনর্বিবেচনা করা উচিৎ। সনদে প্রতিশ্রুত অধিকারগুলো যাতে আদালতে প্রয়োগ হয় তা নিশ্চিত করতে সদস্য রাষ্ট্রকে সনদের অধিকারগুলো এবং এ অধিকারগুলোকে কার্যকর রূপ দেয়া অভ্যন্তরীণ আইন সম্পর্কে বিচারক, আইনজীবী ও প্রসিকিউটরদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা উচিৎ। ব্যক্তি কর্তৃক অভিযোগ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার জন্য সনদের প্রথম ঐচ্ছিক প্রটোকলে পক্ষভুক্তিকেও বিবেচনা করা উচিৎ।**

সন্ত্রাসবাদ দমন

৯. সন্ত্রাস বিরোধী আইনে অস্পষ্ট শব্দমালার ব্যবহারে কমিটি উদ্বিগ্ন, যেমন ১৯৭৪ সনের বিশেষ ক্ষমতা আইন, যা "ক্ষতিকর কার্য"-এর জন্য রাষ্ট্রকে গ্রেফতার ও আটকের ব্যাপক ক্ষমতা দিয়েছে, এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯-এ "সন্ত্রাসী কার্য"-এর ব্যাপকভিত্তিক সংজ্ঞায়ন করা হয়েছে, যাতে এর স্বেচ্ছাচারী ও নিপীড়নমূলক প্রয়োগ হতে পারে। সন্ত্রাস বিরোধী সংশোধন বিল ২০১২, যা সন্ত্রাস বিরোধী আইনকে সংশোধন করেছে, সেখানে সন্ত্রাসবাদে আর্থিক সহায়তার শাস্তি বৃদ্ধি করে এর সর্বোচ্চ শাস্তি

মৃত্যুদণ্ড করা হয়েছে, যা কমিটির কাছে উদ্বেগজনক। এ আইনগুলো সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মীদের স্বাধীন মত প্রকাশ রুদ্ধ করার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে এমন প্রতিবেদনেও কমিটি উদ্বিগ্ন (অনুচ্ছেদ ৬, ৯, ১৪ ও ১৯)।

১০. সদস্য রাষ্ট্রকে নিশ্চিত করতে হবে যে-

(ক) সন্ত্রাসবাদ বিরোধী আইন প্রণয়ন যাতে সনদের সাথে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ হয়;

(খ) সন্ত্রাসী কার্যের সংজ্ঞা আরো সুনির্দিষ্ট ও সংক্ষিপ্ত হবে, এবং এজন্য প্রণীত আইন শুধু সেসব অপরাধের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে, যা সন্ত্রাসী কার্যের আওতায় আসে;

(গ) সন্ত্রাসবাদে আর্থিক সহায়তার মত অপরাধ, যা সনদের অনুচ্ছেদ ৬(২) এর অধীনে "সবচেয়ে গুরুতর অপরাধ" এর সংজ্ঞায় আসে না, যেন মৃত্যুদণ্ড দেয়া না হয়;

(ঘ) সন্ত্রাসবাদ বিরোধী পদক্ষেপ যাতে সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মীদের অভিব্যক্তি ও মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে খর্ব না করে।

বৈষম্যহীনতা

১১. সংবিধানের ২৮ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্র ধর্ম, জাতি, বর্ণ, লৈঙ্গিক পরিচয় বা জন্মস্থানের ভিত্তিতে নাগরিকদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না-এটা লক্ষ্য করা সত্ত্বেও কমিটি এ বিষয়ে উদ্বিগ্ন যে বৈষম্য বিরোধী বিল, ২০১৫ এখনও গৃহীত হয়নি, এবং কিছু গোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্য এখনো বিরাজমান, যেমন:

(ক) নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক বিধান এখনো বিভিন্ন আইনে আছে, এবং নারীকে সুরক্ষা প্রদানকারী আইন ও সাংবিধানিক বিধানগুলো প্রয়োগ করা যাচ্ছে না, আংশিকভাবে সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে নারী ও মেয়েদের প্রতি পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার জন্য;

(খ) ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় উপসনালয়ে হামলা, চাঁদাবাজি, হুমকি, হয়রানি এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ভূমি দখল;

(গ) আদিবাসী জনগোষ্ঠীর আইনগত স্বীকৃতির ক্ষেত্রে ঘাটতি, আদিবাসী জনগোষ্ঠীর নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রে বৈষম্য ও বাধা-নিষেধ এর অভিযোগ, বিশেষ করে ভূমি অধিকার এবং রাজনৈতিক ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে;

(ঘ) বর্ণপ্রথার ধারাবাহিকতায় তথাকথিত নিম্নবর্ণের জনগোষ্ঠী, যারা চরম দারিদ্র্য, সামাজিক অবজ্ঞা ও অবহেলার শিকার, তাদের কর্মসংস্থান ও আবাসনের সীমিত সুযোগ;

(ঙ) একই লিঙ্গভুক্ত জুটিদের মধ্যে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে যৌন কার্যকলাপকে দণ্ডবিধির ৩৭৭ ধারার অধীন অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা, যার নাম দেওয়া হয়েছে "অস্বাভাবিক আচরণ", সমকামী (স্ত্রী/পুরুষ), উভকামী ও হিজড়া বলে পরিচিত ব্যক্তিদের কালিমালেপন, হয়রানি ও তাদের বিরুদ্ধে সহিংসতা, "হিজড়া" -দের লৈঙ্গিক অবস্থা প্রমাণের জন্য আপত্তিকর ও অপমানজনক ডাক্তারি পরীক্ষার মাধ্যমে তাদের কর্মসংস্থানে সহযোগিতার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা (অনুচ্ছেদ ২-৩ ও ২৬-২৭)।

১২. বৈষম্য বিরোধী বিল, ২০১৫ যেন শরীরের রং, বংশ পরিচয়, বর্ণ, জাতিগত বা নৃতাত্ত্বিক উৎস, ধর্ম, যৌন মনোবৃত্তি ও লৈঙ্গিক পরিচয়, প্রতিবন্ধিত্ব ও অন্যান্য অবস্থাসহ বৈষম্যের কারণ বা ভিত্তির একটি বিস্তারিত তালিকার ভিত্তিতে সাধারণ ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বৈষম্যের বিরুদ্ধে সুরক্ষা দেয়, এবং লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে কার্যকর প্রতিকারের ব্যবস্থা রাখে, সদস্য রাষ্ট্রকে তা নিশ্চিত করতে হবে। একই সাথে সদস্য রাষ্ট্রকে বিলটি গ্রহণের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা এবং এর কার্যকর প্রয়োগও নিশ্চিত করা উচিত। সহিষ্ণুতাকে এবং বৈচিত্র্য ও বৈষম্যহীনতার মূল্যায়ন করাকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে স্কুল, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী ও জনসাধারণের জন্য শিক্ষামূলক প্রচারাভিযানও গ্রহণ করা উচিত। এছাড়াও সদস্য রাষ্ট্রের-

(ক) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আইনগত বিধানগুলো দূর করার উদ্দেশ্যে আইনগত সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করা, নারী ও মেয়েদের জন্য বিদ্যমান আইনগত সুরক্ষার বাস্তবায়ন, নারীর সমান অধিকার ও মর্যাদার ওপর শিক্ষামূলক প্রচারাভিযানের মাধ্যমে সমাজের দীর্ঘদিনের পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির ইতি টানা, এবং ধর্মীয় ব্যক্তিগত আইনের প্রয়োগে যেন নারী ও মেয়েদের বৈষম্যহীনতার অধিকার লঙ্ঘিত না হয়, সেটা নিশ্চিত করা উচিত;

(খ) ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং তারা যাতে তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা ও কোন রকম আক্রমণের ভয় থেকে মুক্ত হয়ে উপাসনা করার অধিকার সম্পূর্ণভাবে ভোগ করতে পারেন সেজন্য তাদের সক্ষমতা নিশ্চিত করা;

(গ) আদিবাসী জনগণের আইনগত অবস্থার স্বীকৃতিদান, আদিবাসী জনগণের অধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে অভিযোগ করতে সহযোগিতা করা, এ ধরনের ঘটনার তদন্ত, দোষীদের বিচার এবং ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদান করা, পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন (সংশোধনী) আইন, ২০১৬ এর বাস্তবায়ন এবং একটি স্বাধীন ভূমি কমিশনের মাধ্যমে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি করা, এবং আদিবাসী জনগণকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করা;

(ঘ) বাস্তবে বিদ্যমান বর্ণপ্রথার অবসানের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ এবং তথাকথিত নিম্নবর্ণ থেকে আগত ব্যক্তিরা যেন বর্ণভিত্তিক পেশা গ্রহণে বাধ্য না হন এবং কোন রকম বৈষম্য ছাড়া, সনদে প্রতিশ্রুত সব অধিকারে যেন তাদের সমান প্রবেশাধিকার থাকে তা নিশ্চিত করা;

(ঙ) সমকামী জুটির মধ্যে সম্মতিসূচক যৌন কার্যকলাপকে অপরাধ গণ্য না করা, সব মামলার যেন শীঘ্র তদন্ত হয় এবং দোষীদের যেন বিচার ও উপযুক্ত শাস্তি হয় তা নিশ্চিত করার মাধ্যমে স্ত্রী/পুরুষ সমকামী, উভকামী ও হিজড়া ব্যক্তিদের সহিংসতা ও হয়রানি থেকে রক্ষা করা, এবং "হিজড়া"দের কর্মসংস্থানে প্রতিবন্ধকতা ও তাদের অমর্যাদা দূর করা।

বাল্যবিবাহ এবং ক্ষতিকারক সামাজিক প্রথাসমূহ

১৩. বয়স ১৫ বছর হওয়ার আগেই ৩২ শতাংশ এবং ১৮ বছর হওয়ার আগে ৬৬ শতাংশ মেয়ের বিয়ে হয়ে যায়, এরকম পরিসংখ্যান নিয়ে অল্প বয়সে বিয়ের সর্বোচ্চ হার সম্পন্ন দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম, যা কমিটির কাছে উদ্বেগজনক। কমিটি এজন্যও উদ্বিগ্ন যে শরণার্থী শিবিরগুলোতে অল্প বয়সে বিয়ের হার অত্যধিক, যেখানে ৯০ শতাংশ পরিবারে ১৮ বছরের কম বয়স্ক অন্তত ১ জন বিবাহিত সদস্য রয়েছে। ২০১৬ সালে বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ আইন পাশ করার মাধ্যমে বাল্যবিবাহ হ্রাস করার জন্য সদস্য রাষ্ট্রের প্রচেষ্টা কমিটি লক্ষ্য করেছে, কিন্তু এজন্য কমিটির উদ্বেগ থেকেই যাচ্ছে যে এতে ১৮ বছরের কম বয়সে বিয়েকে "বিশেষ পরিস্থিতিতে" অনুমোদন দেওয়া হবে। মেয়েদের পরিবারের ওপর যৌতুক চাপিয়ে দেয়ার মত ক্ষতিকারক সামাজিক প্রথাসমূহের ধারাবাহিকতায়ও কমিটি উদ্বিগ্ন (অনুচ্ছেদ ২-৩, ২৪ ও ২৬)।

১৪. বাল্যবিবাহ ও যৌতুক প্রথা রোধে আইনের প্রয়োগসহ, এ ধরনের প্রথা নিষিদ্ধ করে প্রণীত আইনগুলো সবাইকে জানানোর জন্য প্রচারাভিযান এবং মেয়েদেরকে, তাদের পরিবার ও সমাজের নেতৃবৃন্দকে বাল্যবিবাহের ক্ষতিকর পরিণাম সম্পর্কে জানানোর মাধ্যমে, বাল্যবিবাহের হার ব্যাপক মাত্রায় হ্রাসকল্পে এবং যৌতুক প্রথা রোধে সদস্য রাষ্ট্রের অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। সদস্য রাষ্ট্রকে আন্তর্জাতিক মানের সাথে সঙ্গতি রেখে, কোন রকম ব্যতিক্রম ছাড়াই, বাল্য বিবাহ নিরোধ বিল সংশোধন ক্রমে মেয়েদের বিয়ের আইনানুগ ন্যূনতম বয়স ১৮ করা উচিত।

স্বেচ্ছায় গর্ভাবসান এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য

১৫. কমিটি এ বিষয়ে উদ্বিগ্ন যে কেবল নারীর জীবন বিপন্ন হওয়ার মত ব্যতিক্রম ছাড়া গর্ভপাতকে অপরাধ গণ্য করা হয়, যার ফলে নারীরা অনিরাপদ গর্ভপাতের আশ্রয় নেয়, যা তাদের স্বাস্থ্যের জন্য বিপজ্জনক এবং পরিণামে মাতৃমৃত্যুর হার বাড়িয়ে দিচ্ছে। কমিটি এটাও লক্ষ্য করেছে যে সদস্য রাষ্ট্র "মিনসট্রুয়েল রেগুলেশন" অনুমোদন করলেও পদ্ধতিটি ততটা সহজলভ্য নয় এবং এর জন্য অনুরোধ করে নারীরা প্রায়ই প্রত্যাখ্যাত হন বলেও অভিযোগ রয়েছে। বাল্যবিবাহের কারণে কৈশোরে গর্ভধারণের উচ্চ হার নিয়ে কমিটি উদ্বিগ্ন, যার পরিণাম মাতৃমৃত্যু (অনুচ্ছেদ-৩, ৬-৭, ১৭ ও ২৬)।

১৬. সদস্য রাষ্ট্রের উচিত-

(ক) বিদ্যমান আইন পুনর্বিবেচনা করে ধর্ষণ, অযাচার, মারাত্মক আঘাত বা চিকিৎসা সংক্রান্ত কারণসহ গর্ভপাতের আইনগত বাধা-নিষেধের ক্ষেত্রে আরো কিছু ব্যতিক্রম যোগ করতে হবে, এবং এটা নিশ্চিত করতে হবে যে নারীদেরকে চিকিৎসা সেবা দিতে যেন অস্বীকৃতি না জানানো হয়, এবং ফৌজদারী আইনের বিধানসহ আইনগত বাধা-বিপত্তির কারণে নারীরা যেন অনিরাপদ গর্ভপাতের দিকে ঝুঁকে না পড়েন, যা তাদের জীবন ও স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ।

(খ) জন্ম নিরোধক ব্যবহারের গুরুত্ব এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকারের ওপর শিক্ষা ও সচেতনতামূলক কর্মসূচি বৃদ্ধি করা উচিত।

নারীর প্রতি সহিংসতা

১৭. নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে আইন ও জাতীয় কর্মপরিকল্পনার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা সত্ত্বেও কমিটি, বিশেষ করে বাংলাদেশে নারী ও মেয়েদের প্রতি গৃহ নির্যাতন ও যৌন হয়রানির উচ্চ হারের অভিযোগের প্রেক্ষিতে, এ আইনগুলোর নিয়মিত প্রয়োগের অভাব নিয়ে উদ্বিগ্ন। এর মধ্যে বিশেষভাবে উদ্বেগজনক এসিড নিক্ষেপ, ধর্ষণ, গণধর্ষণ, যৌতুক সংক্রান্ত সহিংসতা, ফতোয়া-জনিত সহিংসতা, যৌন হয়রানি, পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি দখলকে কেন্দ্র করে আদিবাসী নারীদের বিরুদ্ধে যৌন সহিংসতা, এবং শরণার্থী শিবিরে রোহিঙ্গা শরণার্থী নারী ও মেয়েদের প্রতি যৌন ও লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা এবং পারিবারিক সহিংসতা (অনুচ্ছেদ ৩, ৬-৭ এবং ২৭)।

১৮. নারীর প্রতি সব ধরনের সহিংসতা প্রতিরোধ ও দমনে সদস্য রাষ্ট্রকে এর প্রচেষ্টা বহুগুণে বৃদ্ধি করা উচিত। নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে বিদ্যমান আইন ও জাতীয় কর্মপরিকল্পনার নিয়মিত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা উচিত। যৌন ও লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা, ও পারিবারিক সহিংসতার মারাত্মক দিক এবং আক্রান্ত ব্যক্তির জীবনে এর ক্ষতিকারক প্রভাব সম্পর্কে পুলিশ কর্মকর্তা, বিচার বিভাগের সদস্য, আইনজীবী, সামাজিক প্রতিনিধি, নারী ও পুরুষদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির পদক্ষেপগুলো জোরদার করা উচিত। আদিবাসী ও শরণার্থী নারীসহ, নারীর প্রতি সহিংসতার মামলাগুলোতে যেন ব্যাপকভাবে তদন্ত হয়, দুষ্কৃতিদের যেন বিচার হয়, এবং দোষী সাব্যস্ত হলে, যেন উপযুক্ত শাস্তি হয়, এবং ক্ষতিগ্রস্তরা যেন পূর্ণ ক্ষতিপূরণ পায়, সদস্য রাষ্ট্রকে তা নিশ্চিত করতে হবে। আক্রান্তদের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধাসহ যথেষ্ট সংখ্যক আশ্রয়স্থলও নিশ্চিত করতে হবে।

বিচার বহির্ভূত হত্যা ও গুম

১৯. পুলিশ কর্মকর্তা, সেনাবাহিনী ও র‍্যাপিড একশন ব্যাটালিয়নের সদস্যদের দ্বারা ব্যাপক হারে সংঘটিত বিচার বহির্ভূত হত্যার অভিযোগে, এবং গুম ও রাষ্ট্রীয় বাহিনীগুলো কর্তৃক অতিরিক্ত বল প্রয়োগের অভিযোগে কমিটি উদ্বিগ্ন। কমিটি এজন্যও উদ্বিগ্ন যে তদন্ত ও দোষীদের জবাবদিহিতার অভাবে আক্রান্তদের পরিবারগুলো কোন তথ্য ও প্রতিকার পায় না। এটা কমিটির কাছে আরো উদ্বেগজনক যে অভ্যন্তরীণ আইনে 'গুম'কে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয় না, এবং রাষ্ট্রও স্বীকার করে না যে গুমের ঘটনা ঘটছে (অনুচ্ছেদ ২, ৬-৭, ৯-১০ ও ১৬)।

২০. সদস্য রাষ্ট্রকেঃ

(১) সকল ব্যক্তির জীবনের অধিকার নিশ্চিত করতে অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;

(২) আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য, সেনাবাহিনী ও বিশেষ বাহিনী কর্তৃক বল প্রয়োগের মাত্রা সীমিত করার উদ্দেশ্যে সদস্য রাষ্ট্রকে 'আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য কর্তৃক বল প্রয়োগ ও আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের মূল নীতিসমূহ' সহ আন্তর্জাতিক মানদন্ড গ্রহণ করে বিদ্যমান আইন পুনর্বিবেচনা করতে হবে, এবং লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে;

(৩) গুমকে কার্যকরভাবে অপরাধের আওতায় আনতে হবে;

(৪) স্বেচ্ছাচারী হত্যাকাণ্ড, গুম এবং অতিমাত্রায় বল প্রয়োগের সব অভিযোগের তদন্ত করতে হবে, বিচার ও দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি এবং ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। গুমের ক্ষেত্রে, সদস্য রাষ্ট্রকে আক্রান্ত ব্যক্তির পরিণাম এবং অবস্থান সম্পর্কে সত্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং এটা নিশ্চিত করতে হবে যে গুমের শিকার ব্যক্তিগণ ও তাদের আত্মীয়-স্বজন যেন তদন্তের ফলাফল জানতে পারেন;

(৫) পরবর্তী পিরিয়ডিক রিপোর্টে নিচের তথ্যগুলো দিতে হবে:

(ক) সম্পন্ন হওয়া তদন্তের সংখ্যা;

(খ) বিচারে দোষী সাব্যস্ত হওয়া;

(গ) অপরাধীদের ওপর আরোপিত শাস্তি সম্পর্কে পৃথকভাবে তথ্য।

নির্যাতন ও নিপীড়নমূলক আচরণ

২১. কমিটি সদস্য রাষ্ট্রের সরবরাহকৃত তথ্য লক্ষ্য করেছে যা ইঙ্গিত করে যে সদস্য রাষ্ট্রে নির্যাতনের অভিযোগের কোন তদন্ত বর্তমানে চলমান নেই, এবং কমিটি প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে এজন্য বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন যে জিজ্ঞাসাবাদের সময় স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও সেনাবাহিনীর সদস্যগণ কর্তৃক নির্যাতন ও নিপীড়নমূলক আচরণ ব্যাপক মাত্রায় প্রচলিত। কমিটি এমন প্রতিবেদন লক্ষ্য করেছে যা থেকে বোঝা যায় যে নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (প্রতিরোধ) আইন, ২০১৩ এর অস্তিত্ব সত্ত্বেও এসবের চর্চা এখনো চলমান এবং কমিটি এ ধরনের প্রতিবেদনেও উদ্বিগ্ন যে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কর্মকর্তারা আইনটি বাতিল করার জন্য অনুরোধ করছেন এবং নির্যাতনের অভিযোগে বিচারের সম্মুখীন হওয়া থেকে সুরক্ষা খুঁজছেন (অনুচ্ছেদ ৭ ও ৯-১০)।

২২. সদস্য রাষ্ট্রকে নির্যাতন ও নিপীড়নমূলক আচরণ বন্ধ করতে হবে। নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (প্রতিরোধ) আইন, ২০১৩ এর প্রয়োগ করতে হবে এবং অন্যান্য আইনের দায়মুক্তির কোন বিধান যেন এ আইনের সুরক্ষাগুলোর ওপর প্রাধান্য না পায় তা নিশ্চিত করতে হবে। সদস্য রাষ্ট্রকে নির্যাতন ও নিপীড়নমূলক আচরণের সকল প্রকাশিত অভিযোগ এবং দায়েরকৃত নালিশের তদন্ত করার ক্ষমতাসহ একটি স্বাধীন অভিযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সেই সাথে আরো নিশ্চিত করতে হবে যে এসব অপরাধে অভিযুক্ত দুষ্কৃতিদের যেন বিচার হয় এবং ক্ষতিগ্রস্তরা যেন পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ পায়।

মৃত্যুদণ্ড

২৩. সদস্য রাষ্ট্রে শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়েছে- এমন মামলার আধিক্যে এবং এই বাস্তবতায় কমিটি উদ্বিগ্ন যে এমন অপরাধের জন্যও এটা দেয়া হতে পারে যা সনদের ৬(২) অনুচ্ছেদের সংজ্ঞা অনুযায়ী "সবচেয়ে মারাত্মক অপরাধে"র ন্যূনতম মাত্রা পূরণ করে না, যেমন বিশেষ ক্ষমতা আইন, ১৯৭৪ এর অধীন চোরাচালান বা খাদ্যে ভেজাল মেশানো, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ এর অধীন মাদকদ্রব্য উৎপাদন, প্রস্তুতি বা সেবন, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে, দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইন, ১৯২৩ এর অধীন গুপ্তচরবৃত্তি (অনুচ্ছেদ ৬-৭ ও ১৪)।

২৪. শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ডের বিলোপ সাধন এবং মৃত্যুদণ্ডের বিলোপ সাধনের উদ্দেশ্যে সনদের দ্বিতীয় ঐচ্ছিক চুক্তিতে পক্ষভুক্ত হওয়ার বিষয়টি সদস্য রাষ্ট্রের যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা উচিত। যদি মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখা হয়, তাহলে এর প্রয়োগ নিয়ন্ত্রণ করা, এবং যেকোন ক্ষেত্রেই, আইনগত সংস্কারের মাধ্যমে এটা নিশ্চিত করা যে শুধু সবচেয়ে মারাত্মক অপরাধ, অর্থাৎ ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রেই মৃত্যুদণ্ডের বিধান রাখা হয়, এবং সংঘটিত অপরাধ যাই হোক না কেন, সকল ক্ষেত্রেই যেন ক্ষমা ও শাস্তি লাঘবের সুযোগ থাকে। সদস্য রাষ্ট্রের এটাও নিশ্চিত করা উচিত যে যদি মৃত্যুদণ্ড আরোপ করা হয়ই, তাতে যেন ন্যায়সঙ্গত বিচার প্রক্রিয়ার লঙ্ঘনসহ, কখনোই সনদের লঙ্ঘন না হয়।

কারাগার

২৫. সদস্য রাষ্ট্রের কারাগারগুলোতে আটকাবস্থার করুণ দশায়, বিশেষ করে অতিরিক্ত বন্দী, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং মৌলিক অধিকার ভোগের জন্য কারাবন্দী ও তাদের আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে কারারক্ষীদের অন্যায়ভাবে অর্থ আদায়ে কমিটি উদ্বিগ্ন। বিগত পাঁচ বছরে কারাগারে মৃত্যুর অত্যধিক সংখ্যায় কমিটি উদ্বিগ্ন, যার সবগুলোকেই সদস্য রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে স্বাভাবিক কারণে মৃত্যু কিংবা আত্মহত্যা বলে অভিহিত করা হয়েছে, যেখানে প্রতিবেদনগুলো থেকে দেখা যাচ্ছে যে এসব মৃত্যুর অন্তত কিছু সংখ্যক হলেও কারাগারের দুরবস্থা, কর্তৃপক্ষের অবহেলা বা চিকিৎসা প্রাপ্তির অভাব এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে পুলিশ হেফাজতে থাকা অবস্থায় নির্যাতনের কারণে প্রাপ্ত আঘাত থেকে হয়েছে (অনুচ্ছেদ ৬-৭ ও ৯-১০)।

২৬. সদস্য রাষ্ট্রকে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে কারাবন্দীর সংখ্যাধিক্য হ্রাস করা, বিশেষ করে আটকের বিকল্পগুলোকে উৎসাহিত করা, জামিনের সিদ্ধান্ত যেন দ্রুত হয় এবং রিমান্ডে নেয়া ব্যক্তিদের যেন অযৌক্তিক সময়ের জন্য আটক রাখা না হয় তা নিশ্চিত করার মাধ্যমে, আটকাবস্থার উন্নয়নের জন্য এর প্রচেষ্টা জোরদার করে যেতে হবে। বন্দীদের মানবিক ও মর্যাদাপূর্ণ আচরণ প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করা এবং দেশের কারাগারগুলোতে আটকাবস্থা যেন বন্দীদের প্রতি আচরণের জন্য জাতিসংঘের আদর্শ ন্যূনতম নিয়মাবলীর (নেলসন ম্যান্ডেলা নিয়মাবলী) সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয় তা নিশ্চিত করার জন্যও এর প্রচেষ্টা বাড়ানো উচিত।

মতামত, ভাবপ্রকাশ ও সংগঠনের স্বাধীনতা

২৭. সদস্য রাষ্ট্রে সাংবাদিক, ব্লগার, মানবাধিকার কর্মী ও নাগরিক সংগঠনগুলোর মতামত, ভাব প্রকাশ ও সংগঠনের অধিকার চর্চায় আরোপিত নিয়ন্ত্রণে কমিটি উদ্বিগ্ন, বিশেষ করে:

(ক) উগ্রপন্থী গোষ্ঠীগুলোর দ্বারা সেক্যুলার ব্লগারদের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ঘটনাগুলোতে পুলিশি নিরাপত্তা, অভিযোগ গ্রহণ, তদন্ত ও বিচারের উদ্যোগের অভাব এবং সাংবাদিক, ব্লগার ও মানবাধিকার কর্মীদের হত্যার হুমকি, শারীরিক আক্রমণ, ভয়-ভীতি প্রদর্শণ ও হয়রানি;

(খ) ২০১৬ সালে অন্তত ৩৫ জন সাংবাদিক, "সেক্যুলার ব্লগার" ও মানবাধিকার কর্মীকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আই.সি.টি) আইন, ২০০৬ (২০১৩ সালে সংশোধিত), কার্যত একটি ব্লাসফেমি আইন যা অস্পষ্ট ও সম্প্রসারিত সংজ্ঞায়নের মাধ্যমে "ধর্মীয় অনুভুতিতে আঘাত" ও "রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন" করে এমন তথ্য অনলাইনে প্রকাশ করাকে ৭ থেকে ১৪ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধ আখ্যায়িত করে মতামত ও ভাব প্রকাশের অধিকারকে খর্ব করেছে, - এর ৫৭ ধারার অধীন গ্রেফতার করা;

(গ) বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম) রেগুলেশন আইন, ২০১৬ যা এন.জি.ও-গুলোর অর্থের যোগান নিশ্চিত করার সামর্থ্য সীমিত করেছে এবং সংবিধান বা সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে "বিদ্বেষমূলক" ও "অশালীন" মন্তব্য করাকে অপরাধ গণ্য করছে, যেখানে "বিদ্বেষমূলক" ও "অশালীন" শব্দগুলো অসংজ্ঞায়িত এবং পরিণামে সংশ্লিষ্ট এন.জি.ও'র নিবন্ধন বাতিল হতে পারে; এ আইনের মাধ্যমে মানবাধিকার রক্ষায় নিয়োজিত ও বেসরকারি সংস্থা (এন.জি.ও)গুলোর কার্যক্রম পরিচালনার সামর্থ্যে অন্যায় নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা (অনুচ্ছেদ ৬, ১৯ ও ২২)।

২৮. সাংবাদিক, ব্লগার, মানবাধিকার কর্মী ও নাগরিক সংগঠনগুলোর অধিকার রক্ষায় সদস্য রাষ্ট্রের অবিলম্বে নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা উচিত:

(ক) তাদেরকে বে-আইনী হত্যা, শারীরিক আক্রমণ ও হয়রানি থেকে রক্ষা করা; মানবাধিকার রক্ষায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের সুরক্ষা বিষয়ে পুলিশ ও কর্মকর্তাদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা; অভিযোগ গ্রহণ এবং এসব ব্যক্তির জীবন, শারীরিক সত্ত্বা ও মর্যাদার ওপর সকল আক্রমণের ব্যাপক তদন্ত করা, দোষীদের বিচারের আওতায় আনা এবং ক্ষতিগ্রস্তদের উপযুক্ত প্রতিকার দেওয়া;

(খ) মতামত ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর কমিটির সাধারণ মন্তব্য নং ৩৪ (২০১১) বিবেচনায় রেখে সনদের অধীন সদস্য রাষ্ট্রের বাধ্যবাধকতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করার উদ্দেশ্যে উপরে বর্ণিত আইনগুলো বাতিল বা সংশোধন করা। বিশেষ করে, এ আইনগুলোতে গুরুত্বপূর্ণ শব্দগুলোর অস্পষ্ট, সম্প্রসারিত ও উন্মুক্ত সংজ্ঞাগুলো স্পষ্ট করা উচিত এবং সনদের ১৯নং অনুচ্ছেদে

অনুমোদিত সংকীর্ণ বাধা-নিষেধগুলো ছাড়া এগুলো যাতে ভাব প্রকাশের স্বাধীনতাকে খর্ব করার জন্য ব্যবহৃত না হয় তা নিশ্চিত করা;

(গ) বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম) রেগুলেশন আইন বাতিল করা, বৈদেশিক অনুদানে বাধা-নিষেধ আরোপ করা আইনের কোন বিধান অর্থ সংগ্রহের উপায় অতিরিক্ত সীমিত করার ফলে এন.জি.ও-গুলোর কার্যকর পরিচালনার জন্য যেন ঝুঁকিপূর্ণ না হয় তা নিশ্চিত করা, এবং এন.জি.ও-গুলো যাতে মুক্তভাবে ও স্বাধীন ভাব প্রকাশের জন্য প্রতিশোধের শিকার হওয়ার ভয়ে ভীত না হয়ে পরিচালিত হতে পারে তা নিশ্চিত করা।

রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের অধিকার

২৯. কমিটি নির্বাচনকালীন সহিংসতা নিয়ে উদ্বিগ্ন, যেমন জানুয়ারি ২০১৪ এর নির্বাচনে রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলোর অতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগ, যা ভোটারদের স্বাধীন ও সুষ্ঠু নির্বাচনে অংশগ্রহণের অধিকারকে ক্ষুণ্ন করে (অনুচ্ছেদ-২৫)।

৩০. নির্বাচনের ক্ষেত্রে সদস্য রাষ্ট্রের সকল ব্যক্তির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা উচিত, যেন তারা তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে।

শরণার্থী ও আশ্রয়প্রার্থী

৩১. কমিটি এমন প্রতিবেদনে উদ্বিগ্ন যে মায়ানমারের সহিংসতা থেকে পালিয়ে আসা বিপুলসংখ্যক আশ্রয়প্রার্থীকে সীমান্ত থেকে মায়ানমারে ফেরত পাঠানো হয়েছে। কমিটি এ নিয়েও উদ্বিগ্ন যে সদস্য রাষ্ট্র ৩০,০০০ এর বেশি সংখ্যক রোহিঙ্গা শরণার্থীকে ঠেঙ্গারচর নামক দ্বীপে স্থানান্তর করতে ইচ্ছুক, যে এলাকাটি বন্যা প্রবণ এবং মৌলিক মানবাধিকার রক্ষার জন্য পর্যাপ্ত অবকাঠামো এখনো সেখানে নেই, এবং এজন্যও উদ্বিগ্ন যে আক্রান্ত ব্যক্তিদের পূর্ণ ও স্বাধীন সম্মতি ছাড়াই এমন স্থানান্তর সম্পন্ন হতে পারে (অনুচ্ছেদ ৬-৭, ১২ ও ২৭)।

৩২. সনদের ৬ ও ৭ অনুচ্ছেদের সাথে সঙ্গতি রেখে "বলপূর্বক ফেরৎ না পাঠানো"র নীতি পরিপূর্ণভাবে মেনে চলার জন্য সদস্য রাষ্ট্রের আইনী ও প্রশাসনিক পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়ন করা উচিত। শরণার্থীদের অবস্থা সম্পর্কিত ১৯৫১ সালের সনদ ও এর ১৯৬৭ সালের ঐচ্ছিক চুক্তিতে পক্ষভুক্ত হওয়ার বিষয়টিও বিবেচনা করা উচিত। শরণার্থীদের যেন বলপূর্বক স্থানান্তর করা না হয় এবং সদস্য রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ জীবন যাপনের মান যেন স্থানান্তরের জায়গাগুলোতে থাকে, সদস্য রাষ্ট্রকে তা নিশ্চিত করতে হবে।

ঘ. প্রচার ও তদারকি

৩৩. বিচার বিভাগ, আইনসভা ও প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ, নাগরিক সমাজ ও দেশে পরিচালিত এন.জি.ও এবং সাধারণ জনগণের মধ্যে সনদে স্বীকৃত অধিকারগুলো সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে সদস্য রাষ্ট্রকে সনদ, এর প্রাথমিক প্রতিবেদন, কমিটির তালিকাভুক্ত ইস্যুর উত্তরে সদস্য রাষ্ট্রের লিখিত জবাব এবং বর্তমান সমাপনী পর্যবেক্ষণ ব্যাপকভাবে প্রচার করা উচিৎ। প্রতিবেদন এবং বর্তমান সমাপনী পর্যবেক্ষণ যেন সদস্য রাষ্ট্রের দাপ্তরিক ভাষায় অনূদিত হয় সদস্য রাষ্ট্রের তা নিশ্চিত করা উচিৎ।

৩৪. কমিটির কার্যপ্রণালী বিধিমালার ৭১ বিধির ৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, বর্তমান সমাপনী পর্যবেক্ষণ গৃহীত হওয়ার এক বছরের মধ্যে উপরের ১৪ (অল্প বয়সে বিয়ে এবং ক্ষতিকারক চিরাচরিত রীতি), ২০ (বিচার বহির্ভূত হত্যা ও গুম) ও ২২ (নির্যাতন ও নিপীড়নমূলক আচরণ) অনুচ্ছেদে কমিটির করা সুপারিশগুলোর বাস্তবায়ন সম্পর্কে তথ্য প্রদানের জন্য সদস্য রাষ্ট্রকে অনুরোধ করা হচ্ছে।

৩৫. কমিটি আগামী ২৯ মার্চ, ২০২১ এর মধ্যে পরবর্তী পর্যাবৃত্ত প্রতিবেদনটি দাখিল করা এবং ঐ প্রতিবেদনে বর্তমান সমাপনী পর্যবেক্ষণে কমিটির করা সুপারিশগুলো ও সাধারণভাবে সমগ্র সনদের বাস্তবায়ন সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ও হালনাগাদ তথ্য অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সদস্য রাষ্ট্রকে অনুরোধ করছে। প্রতিবেদনটি তৈরির ক্ষেত্রে নাগরিক সমাজ, দেশে পরিচালিত এন.জি.ও এবং সংখ্যালঘু ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সাথে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনার জন্যও কমিটি সদস্য রাষ্ট্রকে অনুরোধ করছে। সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্ত ৬৮/২৬৮ অনুযায়ী প্রতিবেদনটি ২১,২০০ শব্দের মধ্যে সীমিত থাকবে। অন্যথায়, কমিটি সদস্য রাষ্ট্রকে ২৯ মার্চ, ২০১৮ এর মধ্যে কমিটির সহজ প্রতিবেদন পদ্ধতির জন্য সম্মত হতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে, যেক্ষেত্রে কমিটি একটি ইস্যুর তালিকা প্রতিবেদন দাখিলের আগে সদস্য রাষ্ট্রকে সরবরাহ করবে। তালিকাভুক্ত এ ইস্যুগুলো সম্পর্কে সদস্য রাষ্ট্রের উত্তরই এর দ্বিতীয় পর্যাবৃত্ত প্রতিবেদন হিসেবে গণ্য হবে যা সনদের ৪০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী দাখিল করার কথা।